হাম্বলী মাজহাবে নামাজের সুন্নাহ
নাভির নিচে হাত বাঁধা

লেখক:

মুহাম্মদ হাচিবুর রহমান চৌধুরী আপন আজিজী শায়েস্তানগরী

মালেকী

সূচীপত্র

লেখকের প্রারম্ভিক মন্তব্য ও বই লেখার উদ্দেশ্য :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া আলহামদুলিল্লাহির রাব্বিল আলামিন। আল্লাহুমা সাল্লি আলা সাইয়্যেদিনা মাওলানা ওয়া হাবিবানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে ওয়া আসহাবি ওয়া বাররিক ওয়া সাল্লিম।

সুপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী আমি আজকে আপনাদের নিকট এই পুস্তিকা নিয়ে হাজির হইছি। আমার এই কিতাব লেখার মূল কারণ এটা যে বর্তমান যুগে একদল মানুষ তারা নব্য হাদিস পড়ে ও বিভিন্ন অনলাইন শায়েখদের ভিডিও দেখে তারা নাভির নিচে হাত বাঁধা কে বিদয়াত বলে ও তারা বুকের উপর হাত বাধে। তারা বলে যে নাভির নিচে হাত বাঁধা নাকি সুন্নতের খিলাফ ও বুকের উপর হাত বাঁধাই হক। এবং তারা তাদের এই দাবি যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে হাম্বলী মাজহাবের আশ্রয় নেয়। নিজেদের হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী বলে ও নামাজে বুকের উপর হাত বাধে নামাজে।

আমি একদা ফিকহের বই পড়ার সময় দেখি যে হাম্বলী মাজহাবের ফিকহের কিতাবে নামাজে নাভির নিচে হাত বাঁধার কথা দেওয়া শুধু কিন্তু বুকের উপর হাত বাঁধার কোন মন্তব্য ও নাই। এই জিনিসটা আমাকে ভাবিয়ে তুলে। পরে যখন আমি নিজে এই বিষয়ে একটু গবেষণা করি, ফিকহের ৩০ টির ও অধিক কিতাব অনুসন্ধান করে বের করি। পরে আমি ভাবলাম যে ফেইসবুকে পোস্ট করে দিব কি না কিন্তু এগুলো কে লেখার সময় দেখি অনেক বড় হয়ে যায় আবার ফেইসবুকে পোস্ট করতে গেলে সেখানে একটাই সমস্যা আর সেটা হচ্ছে যে, যখন ই কোন ছোট আকারে পোস্ট দেই তখন এর বিরুদ্ধিতা করতে চলে আসেন একাধিক ভাইয়েরা। তাদের জবাব দিতে দিতে সারাদিন চলে যায়। একেকজন কে নতুন করে জবাব দেওয়া লাগে। এর চেয়ে ভালো যে একসাথেই সকল কিছু দিয়ে দেওয়া কিন্তু এখানেও একটা সমস্যা বেধে

যায় মানুষ পড়তে চায় না, তারা লেখাটা এড়িয়ে যায়। এই যুগের মানুষ কিতাবাদী পড়তে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে না তাও যদি হয় ধর্ম সংক্রান্ত বই।

চার মাজহাব হানাফি শাফেয়ী হাম্বলী ও মালেকীতে মূলত নামাজে হাত বাঁধার প্রধান তিনটা মত রয়েছে, এর মধ্যে হানাফী ও হাম্বলী মাজহাবের প্রধান মত নাভির নিচে হাত বাঁধা, মালেকী মাজহাবের মত হাত ছেড়ে নামাজ পড়া (আমি মালেকী মাজহাবের অনুসারী, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে হাত ছেড়ে নামাজ পড়া সংক্রান্ত একটা কিতাব লেখার উদ্দেশ্য আছে আমার) এবং শাফেয়ী মাজহাবের মত বুকের নিচে ও নাভির উপরের অংশে হাত বাঁধা। এটা বলে রাখা ভালো যে হাম্বলী ও মালেকী মাজহাবে বুকের নিচে ও নাভির উপরে হাত বাধতে কোন অসুবিধা নাই, এটা এই দুই মাজহাবের নামাজে হাত বাঁধার দ্বিতীয় মত।

আমি এই বইতে প্রথমে নাভির নিচে ও বুকের উপর হাত বাঁধা সংক্রান্ত হাদিসগুলো তুলে ধরবো এবং এগুলোর তাহকিক লিখবো। চেষ্টা করবো নব্য সালাফী ফেরকার বড় বড় ইমামদের থেকে দলিল দেওয়ার এতে করে তাদের আমার এই পুস্তিকার বিরুদ্ধিতা করার আর অযুহাত থাকবে না। হাদিস সমূহ তাহকিক করার পর আমি হাম্বলী ফিকহের ফকিহ ও ইমামগনের নামাজে হাত বাঁধা বিষয়ক লেখা দলিল হিসেবে তুলে ধরবো এবং উক্ত দলিলগুলোর সম্পর্কে নিজস্ব মন্তব্য সংযোজন করবো এতে করে দলিল সম্পর্কে ও লিখক সম্পর্কে আপনারা ভালো একটা ধারণা পাবেন।

পরবর্তীতে আমি যেসকল জায়গায় বুকের উপর হাত বাঁধার কথা এসেছে সেসব লেখনীর কারণ ও উত্তম জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো এতে করে তারা পরবর্তীতে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারবে না এই বলে যে বুকের উপর হাত বাঁধার কথা লেখা আছে কিন্তু আজিজি শায়েস্তানগরী

বলে যে এটা নাকি হাম্বলী ফিকহে নাই। যেন তারা এই কথাটা বলতে না পারে আমি এইসকল মন্তব্যের উত্তম জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো।

আমি আশা করবো আপনারা এটা শেষ পর্যন্ত পড়বেন বা যতটুকু আপনাদের ফায়দা দেয় ততটুকু ঠিক ই পড়বেন। আমি এত অবিজ্ঞ নই আর আমি আগে তেমন বই ও লিখি নাই। আমি এর আগেও দুই একটা বই লেখা শুরু করেছিলাম কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা ও মানসিক চাপের কারণে সেগুলো আর শেষ করা হয় নাই, শুরু দিকেই থামিয়ে দেই, আশা করছি সেগুলো ও লেখা আবার শুরু করবো যদি আল্লাহর মর্জি হয়। এই পুস্তিকাটি আমি মোবাইলে লেখেছি যার ফলে এখানে ভুল হতেই পারে, মানুষ ভুলের উর্ধে নয়। যদি আপনারা এই কিতাবে ভুল পান তাহলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। এবং পুস্তিকায় আমি কিতাবাদী (সূত্র) এর নাম উদ্বৃতি এর শেষে () এর ভিতরে লেখেছি। এবং এখানেই জানিয়ে দিলাম যেন পরবর্তীতে আপনাদের সমস্যা না হয় বুঝতে।
আল্লাহ ই উত্তম পরিকল্পনাকারী

লেখক : আপন চৌধুরী আজিজী শায়েস্তানগরী

নাভির নিচে ও বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিসসমূহ ও এর তাহকিক :

নাভির নিচে ও বুকের উপর হাত বাঁধা যত হাদিস আছে তা সর্বাপেক্ষায় সহিহ না। কিন্তু অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আমি সকল হাদিস তুলে ধরবো না বরং প্রধান ৩ টা হাদিস ই তুলে ধরবো যার মধ্যে দুইটা নাভির নিচের হাত বাঁধার পক্ষে। এগুলো সসম্পূর্ণ সহিহ না হলেও দুইটা আছার একে অপরকে শক্তিশালী করে এহং উসুলে হাদিস এর নিয়মে এটা হাসান এর পর্যায় যায়। অপরদিকে একটা হাদিস যা বুকের উপর হাত বাঁধার। এটা নিয়েও আলোচনা করবো।

হাদিস ১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

বাংলা অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবন মাহবুব আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, হাফস ইবন গিয়াস তাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুর রহমান ইবন ইসহাক থেকে, তিনি জিয়াদ ইবন যায়েদ থেকে, তিনি আবু জুহাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** বলেছেন: “নামাজে এক হাতের উপর অন্য হাত রাখা এবং তা নাভির নিচে স্থাপন করা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।” (সুনান আবু দাউদ,হাদিস ৭৫৬) (মুসনাদে আহমেদ ও সুনান দারাকুতনিতেও বর্ণিত হয়েছে)

উপরের হাদিসটি নামাজে নাভির নিচে হাত বাঁধার মতকে সমর্থন করে। তবে এটি দুর্বল (যঈফ), কারণ আবদুর রহমান ইবন ইসহাক দুর্বল বর্ণনাকারী এবং জিয়াদ ইবন যায়েদ মাজহূল (অজ্ঞাত পরিচয়)।

عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق الوَاسِطِيّ، وَنقل تَضْعِيفه عَن أَحْمد وَيحيى وَالْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ. (عمدة القاري شرح صحيح البخار)

বাংলা অনুবাদ : আবদুর রহমান ইবন ইসহাক আল-ওয়াসিতী—তার দুর্বলতা ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া, আল-বুখারী এবং আন-নাসাঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে। (উমদাতুল ক্বারী)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. (فتح الباري شرح صحيح البخاري)

বাংলা অনুবাদ : আবদুর রহমান ইবন ইসহাক আল-ওয়াসিতী দুর্বল। (ফাতহুল বারী)

زياد" بن زيد السوائي الأعسم الكوفي. روى عن أبي جحيفة وشريح القاضي." وعنه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي قال أبو حاتم مجهول روى له أبو داود حديثا واحدا عن علي. (تهذيب التهذيب)

বাংলা অনুবাদ : "জিয়াদ" ইবন যায়েদ আস-সাওয়াঈ আল-আ'সাম আল-কুফী। তিনি আবু জুহাইফা ও শুরাইহ আল-ক্বাদী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে আবদুর রহমান ইবন ইসহাক আল-কুফী বর্ণনা করেছেন। আবু হাতিম বলেছেন: তিনি মাজহূল (অজ্ঞাত)। আবু দাউদ তার থেকে আলী (رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) থেকে মাত্র একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব)

উক্ত হাদিসটি একাধিকবার আলাদা আলাদা সনদে বর্ণিত হলেও সকল সনদে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক ওয়াসিতী ছিলো। যদিও এই হাদিসটি যয়িফ কিন্তু একাধিক সনদ থাকার কারণে এটা হাসান লি গাইরিহি এর পর্যায় যায়।

হাদিস ২ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ

বাংলা অনুবাদ : মুসাদ্দাদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল ওয়াহিদ ইবন জিয়াদ তাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুর রহমান ইবন ইসহাক আল-কুফী থেকে, তিনি সাইয়ার আবু আল-হাকাম থেকে, তিনি আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু হুরাইরা **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ** বলেছেন: “নামাজে এক হাতকে অন্য হাত দ্বারা ধরা হয় এবং তা নাভির নিচে রাখা হয়।”

আবু দাউদ বলেন: আমি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলকে বলতে শুনেছি—তিনি আবদুর রহমান ইবন ইসহাক আল-কুফীকে দুর্বল বলেছেন। (সুনান আবু দাউদ, ৭৫৮)

উক্ত হাদিসেও একই সমস্যা, এখানেও রাবী আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক। যদিও উক্ত দুই হাদিস ই যয়িফ কিন্তু এগুলো একটা আরেকটা কে গ্রহণযোগ্য করে তুলে।

ইমাম দিয়া আল-মাকদিসী আল-হানবালী (মৃত্যু: ৬৪৩ হি.) তাঁর আল মুখতারা **(** হাদিস নং ৭৭১ ও ৭৭২**)** গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন।

ইমাম ইবন কাইয়্যুম আল-জাওযিয়্যাহ (মৃত্যু: ৭৫১ হি.) তাঁর বাদাই আল ফাওয়াইদ **(**২/৬৮-৬৯**)** গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন। উক্ত গ্রন্থ থেকে পূর্ণ উদ্ধৃতি পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান আল-রাওদানী (মৃত্যু: ১০৯৪ হি.) তাঁর জামউল ফাওয়াইদ মিন জামে‘উল উসূল ওয়া মাজমাউয যাওয়াইদ **(**১/২২৬**,** হাদিস নং ১৩৬৪**)** গ্রন্থে আলী **(رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ)**-এর সূত্রে বর্ণনাটি ইমাম রাযীন ইবন মু‘আবিয়া-এর হাদীস সংকলনের সাথে সম্পৃক্ত করে সংরক্ষণ করেছেন, তবে এর মান সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা (পৃষ্ঠা ১০)-এ বলেছেন যে, তিনি তাঁর বইয়ে যে সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং যেগুলোর ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, সেগুলো হয় সহীহ হবে অথবা হাসান (ভালো) হাদীস হবে।

ইমাম ইবন হাযম আন্দালুসী আল-যাহিরী (মৃত্যু: ৪৫৬ হি.) তাঁর আল মুহাল্লা **(**৪/১১৩**)** গ্রন্থে আবু হুরাইরা **(رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ)** ও আনাস **(رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ)** থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যেখানে নামাজে নাভির নিচে হাত রাখার কথা বলা হয়েছে। আবু হুরাইরা **(رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ)**-এর বর্ণনাটি আমাদের কাছে কেবল আবদুর রহমান ইবন ইসহাক আল-কূফীর সূত্রে পৌঁছেছে । এই দুটি বর্ণনাই ইবন হাযমের নিকট তাঁর আল-মুহাল্লা গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখিত মানদণ্ড অনুযায়ী সহীহ বলে গণ্য।

কিন্তু আমি হযরত আনাস(**رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ**) এর হাদিস আনি নাই কারণ হাম্বলী ইমামগণ যাদের লেখনী পরবর্তীতে তুলে ধরবো তারাও এই হাদিস সম্পর্কে সেখানে মন্তব্য আনেন নাই।

হাদিস ৩ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

বাংলা অনুবাদ : আবু মূসা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, মু’আম্মাল আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আসিম ইবন

কুলাইব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ওয়াইল ইবন হুজর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাজ আদায় করেছি, এবং তিনি তার ডান হাত বাম হাতের উপর তার বুকের ওপর রেখেছিলেন।” (সহীহ ইবন খুযাইমাহ, ৪৭৯)

কিছু লোক বলেন যে, বুকের উপর হাত রাখার ব্যাপারে হাদিসটি সহীহ। কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ, সহীহ ইবন খুযাইমাহর এই বর্ণনার সনদে মু’আম্মাল ইবন ইসমাঈল রয়েছেন, যিনি স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে দুর্বল বর্ণনাকারী।

مؤمل بن إسماعيل البصري العمري مولاهم نزل مكة عن عكرمة بن عمار وشعبة وسفيان وعنه أحمد ومؤمل بن إهاب قال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقيل دفن كتبه وحدث حفظا فغلط. (الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة)

বাংলা অনুবাদ : মু’আম্মাল ইবন ইসমাঈল আল-বাসরী আল-উমারী, তিনি তাদের মাওলা। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। তিনি ইকরিমা ইবন আম্মার, শু’বাহ এবং সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে আহমদ এবং মু’আম্মাল ইবন ইহাব বর্ণনা করেছেন। আবু হাতিম বলেছেন: তিনি সত্যবাদী এবং সুন্নাহর ব্যাপারে কঠোর, তবে তিনি অনেক ভুল করতেন (বর্ণনায়)। বলা হয়, তিনি তার কিতাবগুলো দাফন করে ফেলেন এবং পরে মুখস্থ থেকে বর্ণনা করতেন, ফলে ভুল করতেন। (আল-কাসিফ**)**

مُؤَمل بن اسماعيل صَدُوق مَشْهُور وثق وَقَالَ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث وَقَالَ أَبُو زرْعَة فِي حَدِيثه خطأ كثير. (المغني في الضعفاء)

বাংলা অনুবাদ : মু’আম্মাল ইবন ইসমাঈল—তিনি সত্যবাদী ও প্রসিদ্ধ। কিছু আলিম তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তবে ইমাম আল-বুখারী

বলেছেন: তার হাদিস মুনকার। আর আবু জুর'আ বলেছেন: তার হাদিসে অনেক ভুল রয়েছে। (আল-মুগনী ফি আদ-দু'আফা)

তিনি (আবু হাতিম আর-রাজী) বলেছেন: তিনি সৎ (সদূক), সুন্নাহর ব্যাপারে কঠোর, তবে তার ভুল বেশি।

ইমাম বুখারী বলেছেন: তার হাদীস 'মুনকার' (অগ্রহণযোগ্য)।

আল-আজরী বলেন: আমি আবু দাউদ সিজিস্তানী-কে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে মর্যাদাবান বলেছেন এবং তার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন, তবে তিনি কিছু বিষয়ে ভুল করতেন।

ইমাম বুখারী বলেন: তিনি ২০৫ বা ২০৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। অন্যরা বলেন: তিনি নিজের বইগুলো দাফন করে ফেলেছিলেন, ফলে মুখস্থ থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন—এ কারণে তার ভুল বেড়ে যায়।

ইয়াকুব ইবন সুফিয়ান বলেন: মু'আম্মাল আবু আবদুর রহমান একজন মর্যাদাবান সুন্নী শায়খ। আমি সুলাইমান ইবন হারব-কে তার প্রশংসা করতে শুনেছি। আমাদের শায়খগণ তাকে সুপারিশ করতেন। তবে তার হাদীস তার সমসাময়িকদের হাদীসের মতো নয়। আলিমদের উচিত তার হাদীসের ব্যাপারে থেমে থাকা (সতর্ক থাকা), কারণ তিনি তার নির্ভরযোগ্য শায়খদের থেকেও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন—এটা আরও গুরুতর। যদি এই মুনকার বর্ণনাগুলো দুর্বলদের থেকে হতো, তাহলে আমরা তার জন্য কোনো অজুহাত দিতে পারতাম।

আস-সাজী বলেন: তিনি সৎ, তবে তার ভুল বেশি এবং তার অনেক বিভ্রান্তি (ভুল) আছে—যার বিবরণ দীর্ঘ।

ইবন সা'দ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে ভুল বেশি করেন।

ইবন কানি‘ বলেন: তিনি ভালো, তবে ভুল করেন।

আদ-দারাকুতনী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে ভুল বেশি।

ইসহাক ইবন রাওয়াইয়্যাহ বলেন: আমাদের কাছে মু’আম্মাল ইবন ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন—তিনি নির্ভরযোগ্য।

মুহাম্মদ ইবন নসর আল-মারওয়াজী বলেন: মু’আম্মাল যখন কোনো হাদীসে এককভাবে বর্ণনা করেন, তখন তাতে থেমে থাকা ও ভালোভাবে যাচাই করা জরুরি—কারণ তার স্মরণশক্তি দুর্বল ছিল এবং তিনি বেশি ভুল করতেন।

(তাহযীব আত**-**তাহযীব **(**রিসালা সংস্করণ**)** ৪**/**১৯৩**–**১৯৪)

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী তাঁর গ্রন্থ ফাতহুল বারী (৯/২৩৮–২৩৯)-এ উল্লেখ করেছেন:

مؤمل ابن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف

বাংলা অনুবাদ: “মু’আম্মাল ইবন ইসমাঈল-এর সুফিয়ান আস-সাওরী থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।”

আমি শুনেছি ইয়াহইয়া (ইবন মা‘ঈন) বলেছেন:
“(কাবীসাহ) সুফিয়ান (আস-সাওরী)-এর (বর্ণনার) ক্ষেত্রে হুজ্জত নয়; একইভাবে আবু হুযাইফা, ইয়াহইয়া ইবন আদম এবং মু’আম্মাল (ইবন ইসমাঈল)ও হুজ্জত নয়।”
[মা‘রিফাতুর রিজাল লি ইবন মা‘ঈন (১/১১৩ নং ৫৪৯) / ইবন মুহরিয ফি সু’আলাতিহি লি ইবন মা‘ঈন (১/৫৬০)]

ইমাম নূরুদ্দীন আল-হাইসামী বলেছেন:
অনুবাদ: মু'আম্মাল ইবন ইসমাঈলকে ইবন মা'ঈন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বলেছেন, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলেছেন।
[মাজমা'উয যাওয়ায়িদ (৫/৬৮)]

ইমাম নুরুদ্দীন হাইসামী এই কথা আশ্চর্য লাগলেও সত্য, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মা'ঈন সত্যি বিভিন্ন জায়গায় মুআম্মাল ইবনে ইসমাইল কে গ্রহণযোগ্য বল্লেও উনি সুফিয়ান আস-সাওরী এর হতে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সচেতন করেন। আর এই হাদিস টা মূলত সুফিয়ান আস-সাওরী থেকেই। এবং আমরা এই হাদিসের আলোচনার শেষে জানবো যে সুফিয়ান আস-সাওরী এর আমল কি ছিলো।

এখন দেখবো যেসকল নব্য সালাফী ফেরকার আলেমরা মুআম্মাল ইবনে ইসমাইল কে যয়িফ বলছে

১) ভারতের প্রখ্যাত সালাফীদের আকাবির আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী (মৃত্যু: ১৯৩৫ খ্রি.) তাঁর গ্রন্থ আবকারুল মিনান (পৃষ্ঠা ৩৫৯)-এ মু'আম্মালকে যঈফ বলেছেন।

২) নব্য সালাফী ফেরকার প্রধান হাদিয়া বিশারদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী তাঁর সিলসিলাতুল আহাদীস আদ-দাঈফা (৩/১৭৯, ৩/২২৭) এবং যিলালুল জান্না (পৃষ্ঠা ৫৮, নং ১২৭)-এ মু'আম্মালকে দুর্বল বলেছেন।

৩) নব্য সালাফী ফেরকার সহিহ আকিদার ইমাম মুকবিল ইবন হাদী আল-ওয়াদিই তাঁর রিয়াদুল জান্না (পৃষ্ঠা ১১৪)-এ উল্লেখ করেছেন যে মু'আম্মাল দুর্বলতার দিকে অধিক নিকটবর্তী। উম্ম আবদুল্লাহ আল-ওয়াদিইয়্যা (মুকবিল ইবন হাদীর কন্যা) তাঁর বুলূঘুল মারাম-এর দরসে মু'আম্মালকে দুর্বল বলেছেন।

৪) মাশহুর হাসান সালমান (আল-আলবানীর ছাত্র) ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যা-এর ই'লামুল মুওয়াক্কি'ইন (৩/২৮৫, ফুটনোট ৩)-এর তাহকীকে মু'আম্মালের দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন।

তারিক আওয়াদুল্লাহ তাঁর আল-ইরশাদাত ফি তাক্বিয়্যাতিল আহাদীস (পৃষ্ঠা ১৯৩)-এ তাকে দুর্বল বলেছেন।

আবদুল কাদির জাওন্দাল ইবন হাজর আল-আসকালানী-এর আল-মাতালিবুল আলিয়া (১৮/৩৭৯)-এর আংশিক তাহকীকে মু'আম্মালকে যঈফ বলেছেন।

কাসিম ইবন সালিহ আল-কাসিম একই গ্রন্থ আল-মাতালিবুল আলিয়া (১৩/৮৩৮)-এর তাহকীকে তাকে যঈফ বলেছে।

উমর আইমান আবু বকর আল-মাতালিবুল আলিয়া (১২/২৬৬)-এর তাহকীকে মু'আম্মালকে যঈফ বলেছেন।

আমর আবদুল মুন'ইম সালিম তাঁর আয-যিয়াদাত আদ-দাঈফা ফিল আহাদীস আস-সহীহা (পৃষ্ঠা ৩২)-এ মু'আম্মালকে "দাঈফুল হাদীস" এবং "সাইয়্যি' আল-হিফয" (স্মরণশক্তি দুর্বল) বলেছেন।

হাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাদ তাঁর শরহ যাদ আল-মুস্তাকনি' (৫/২৯)-এ মু'আম্মালকে দুর্বল বলেছেন। তিনি ইবন বায, ইবন উথাইমীন, সালিহ আল-ফাওযান, ইবন জিবরিন, আবদুর রহমান আল-বাররাক প্রমুখের ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত।

আবু ইসহাক আল-হুয়াইনি তাঁর আন-নাফিলা ফিল আহাদীস আদ-দাঈফা ওয়াল বাতিলা (পৃষ্ঠা ২৫)-এ মু'আম্মালের দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন।

হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানি আল-হাইথামি-এর মাজমা' আজ-যাওয়াইদ (২/৩০৩)-এর তাহকীকে তাকে যঈফ বলেছেন।

সা'দ ইবন নাসির আশ-শাসরি তাঁর শরহ বুলূঘুল মারাম (১/২৭৬)-এ উল্লেখ করেছেন যে, মু'আম্মালের স্মরণশক্তির কারণে তার সমালোচনা করা হয়েছে এবং তিনি সুফিয়ান আস-সাওরী থেকে একই হাদীস বর্ণনাকারীদের বিরোধিতা করেছেন।

এছাড়াও, মিশরীয় সালাফি আলেম মুহাম্মদ আমর আবদুল লতীফ (মৃত্যু: ২০০৮ খ্রি.) মু'আম্মালের বর্ণনাগত ভুলসমূহ নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম:

الحجر الجميل لأوهام المؤمل بن إسماعيل (আল-হাজরুল জামিল লি আওহামিল মু'আম্মাল ইবনি ইসমাঈল**)**

এখন বলে রাখা ভালো যে ওয়াইল ইবনে হুজর **رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ** এর হতে শুধু মুআম্মাল ইবনে ইসমাইল ই বুকের উপর হাত বাঁধার কথাটা এনেছে। তার ছাড়া সুদিয়ান আস-সাওরী এর অন্য কোন ছাত্র ই বুকের উপর হাত বাঁধার কথা হাদিসে আনেন নাই।

নব্য সালাফী ফেরকার আলেমরা নিজেরাই এটা স্বীকার করছে যে ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী নামাজে নাভির নিচে হাত বাধতেন।

১) শামসুল হক আল-আযীমাবাদী (মৃত্যু ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর সুনান আবি দাউদ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আওনুল মা'বূদ **(**২**/**৩২৩**)**-এ উল্লেখ করেছেন যে, আবু হানিফা, সুফিয়ান আস-সাওরি, ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহ এবং আবু ইসহাক আল-মারওয়াযী (শাফিঈদের মধ্যে থেকে) সবাই এই মত গ্রহণ করেছিলেন যে নামাজে হাত নাভির নিচে রাখা হবে—এটাই তাদের অনুসৃত অবস্থান।

وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْوَضْعَ يَكُونُ تَحْتَ السُّرَّةِ وهو أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهُوَيْهِ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِي

২) আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী (মৃত্যু ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর জামি‘ আত-তিরমিযী এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযী **(**২/৭৭**)-**এ উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম ইবন আব্দুল বার আল-মালিকী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরি) তাঁর আত**-**তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা‘আনি ওয়াল আসানীদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান আস-সাওরি এই মত পোষণ করতেন যে নামাজে হাত নাভির নিচে রাখা হবে।

هذا بن عَبْدِ الْبَرِ حَافِظُ دَهْرِهِ قَالَ في التمهيد وقال الثوري أبو حَنِيفَةَ أَسْفَلَ السُّرَّةِ

৩) নাসিরুদ্দিন আলবানী (মৃত্যু ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর সিফাতুস সালাহ গ্রন্থের আসল সংস্করণ (১/২২৩)-এও উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান আস-সাওরি এবং অন্যান্য ইমামদের মতে নামাজে হাত নাভির নিচে রাখা উচিত।

وذهب أبو حنيفة، وسفيان الثوري وغيرهما إلى أن الوضع تحت السرة

এতে করে এটা সুস্পষ্ট যে সুফিয়ান আস-সাওরী নিজে যখন নাভির নিচে হাত বাধতেন সেহেতু উনি যদি বুকের উপর হাত বাঁধার রেওয়ায়ত কে সহিহ মনে কররেন তাহলে উনি নিজেও বুকের উপর হাত বাধতেন। কিন্তু সেটা হয় নাই উনি বাধতেন নাভির নিচে। এতে করে এটাই বোঝা যায় যে, যদিও হাদিস টা মানসুখ (রহিত) । কারণ এই হাদিসের সনদে যিনি নিজে আছেন কিন্তু আমল করেন না সেহেতু এটা বোধগম্য যে হাদিস টা রহিত।

হাম্বলী ফুকাহা ও ইমামদের বক্তব্য ও লেখনী:

দলিল ১ : ইমাম আবু দাউদ সিজিস্থানী (মৃত্যু:২৭৫ হিজরি) উনার শিক্ষক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর নামাজে হাত বাধার সম্পর্কে বয়ান আনেন যে,

وسمعته، سبل عن وضعه، فقال: فوق السرة قليلا، وإن كان تحت السرة فلا بأس.

وسبعته، يقول يكره أن يكون بعنِي وَضَعَ الْيَدَينِ عِندَ الصدر

বাংলা অনুবাদ : “আমি তাকে বলতে শুনেছি—তাকে তার অবস্থান ((হাত)কোথায় রাখা হবে) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন: নাভির একটু উপরে। আর যদি নাভির নিচে হয়, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।

এবং আমি তাকে আরও বলতে শুনেছি: তিনি অপছন্দ করতেন যে দুই হাত বুকে রাখা হোক।”
(মাসাইলুল ইমাম আহমাদ রিওয়ায়াতু আবি দাউদ আস-সিজিস্তানি, ৪৮ পৃষ্টা)

এটি একটি প্রাথমিক ও প্রধান দলিল, ইমাম আবু দাউদ সিজিস্থানী উনি বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ সুনানে আবু দাউদ এর লেখক। উনি ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল এর ছাত্র ছিলেন। ও উনি উনার বয়ানকৃত মাসয়ালা কে একত্র করে একটি কিতাব রচনা করেন যা হাম্বলী মাজহাবে ফিকহে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়।

দলিল ২ : ইমাম ইসহাক ইবনে মানসুর খাউসাজ (মৃত্যু: ২৫১ হিজরী) উনি ইমাম ইসহাক ইবনে রাওয়াইয়্যাহ' (মৃত্যু: ২৩৮ হিজরী) এর প্রশ্নের উত্তর লিখেন এইভাবে,

[٢١٣-] قلت: أين يضع يمينه على شماله؟]]

قال: كل هذا عندي واسع١.

[٢١٤-] قلت: إذا وضع يمينه على شماله٢ أين (يضعهما) ٣؟]]

قال: فوق السرة وتحته، كل هذا ليس بذاك٤.

قال إسحاق٥: كما قال تحت السرة أقوى في

[২১৪-] আমি বললাম: যখন সে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখে, তখন সেগুলো কোথায় রাখবে?

তিনি বললেন: নাভির উপরে বা নিচে—এসব তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ইসহাক বললেন: যেমন তিনি বলেছেন, নাভির নিচে রাখা অধিক শক্তিশালী (অর্থাৎ বেশি প্রাধান্যযোগ্য)।
(মাসায়েল আহমেদ ইবনে হাম্বল ওয়া ইসহাক ইবনে রাওয়াইয়্যাহ ২:৫৫১**)**

[ইমাম ইসহাক ইবনে মানসুর খাউসাজ উনি একাধারে ইমাম ইমাম ইসহাক ইবনে রাওয়াইয়্যাহ ও ইমাম আহমেদ এর ছাত্র ও হাম্বলী মাজহাবের ইমামদের একজন, উনার এই মাসয়ালার কিতাব ও হাম্বলী মাজহাবের ফিকহে ব্যাপক প্রভাব রাখে। এবং এটাও জানিয়ে রাখি

ইমাম ইসহাক ইবনে রাওয়াইয়্যাহ ও ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল পরস্পরের বন্ধু ছিলেন]

দলিল ৩ : ইমাম কাজী আবু ইয়ালা (মৃ:৪৫৮ হিজরী) লিখেছেন ,

[وضع اليدين تحت السرة حال القيام في الصلاة]

١٣ - مسألة: واختلفت في أي موضع يضع يديه فنقل الفضل بن زياد: أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما روى أبو هريرة قال أمر رسول الله ﷺ بأخذ الأكف على الأكف تحت السرة . وروى أبو جحيفة عن علي قال من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة

বাংলা অনুবাদ : [নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় নাভির নিচে দুই হাত রাখা]

১৩ - মাসআলা: নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত কোথায় রাখা হবে—এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ফযল ইবন জিয়াদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা হবে। এটিই আল-খারাকির মত, এবং এটিই অধিক বিশুদ্ধ মত; কারণ আবু হুরাইরা (رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন নাভির নিচে এক হাতের উপর আরেক হাত রাখা।

আর আবু জুহাইফা, আলী (رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণনা করেন: “নামাজের সুন্নাহ হলো নাভির নিচে এক হাতের উপর আরেক হাত রাখা।”

(আল-রিওয়ায়াতাইন ওয়াল ওয়াজহাইন ১:১১৬)

[আল ফযল ইবনে যিয়াদ যিনি ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল এর ছাত্র ও উনার হতে বর্ণনাকারী। উনি হাম্বলী মাজহাবের প্রাথমিক ইমামদের একজন। যখন তিনি বলেছেন যে কি কোথায় করতে হবে, এটা মূলত উনি ইমাম আহমদ এর মাজহাব বর্ণনা করেছেন, তাই উনার এই কথাটা মাজহাবের আইনে হুজ্জত ও শক্তিশালী অর্থ বহন করে।।

অত:পর ইমাম কাজী আবু ইয়ালা ইবনে আল-ফাররা। যদি হাম্বলী মাজহাবে কোন কাজী থাকে তাহলে সেটা ইনিই হাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। ইল্মের ক্ষেত্রে উনি মাজহাবের উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত উনি এই কিতাবের ভাব ই দিচ্ছেন যে নামাজে নাভীর নিচে হাত বাধা, এতে করে এটা স্পষ্ট যে হাম্বলী মাজহাবের মূল আমল নামাজে নাভীর নিচে হাত বাধা ছিলো]

দলিল ৪ : ইমাম কাজী আবু ইয়ালা এর ছেলে ইমাম আবুল হুসাইন ইবনে আবী ইয়ালা (মৃ: ৫২৬ হি.) লিখেছেন :

فروى عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن حديث إسماعيل بن عليّة عن أيوب عن أبى معشر قال «يكره التكفير فى الصلاة» قال أبى: التكفير أن يضع يمينه عند صدره فى الصلاة

বাংলা অনুবাদ : “আবদুল্লাহ ইবন আহমদ বর্ণনা করেন: আমি আমার পিতাকে (ইমাম আহমদকে) ইসমাঈল ইবন আলিয়্যাহ থেকে, তিনি আইয়ূব থেকে, তিনি আবু মা‘শার থেকে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম—‘يكره التكفير فى الصلاة’ (নামাজে ‘তাকফীর’ অপছন্দনীয়)। আমার পিতা বললেন: ‘তাকফীর’ বলতে বোঝানো হয়েছে—নামাজে ডান হাতকে বুকের উপর রাখা।”
(তাবাকাত আল হানাবিলা **-১:৮)**

[দলিল ১,২,৩,৪ সরাসরি ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল থেকে আমল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্ণনা করে যেমন, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবু দাউদ সিজিস্থানী সরাসরি ইমাম আহমদ হতে আমল বর্ণনা করেন অপরদিকে ইমাম ইসহাক ইবনে মানসুর খাউসাজ উনি এমন একটি কিতাবে আমলের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে উনি সালাফের দুইজন ইমাম এর উত্তর লিপিবদ্ধ করছেন, এটি আরও এই আমলের গ্রহণযোগ্যতা কে বাড়িয়ে দেয় এছাড়াও ইমাম আহমেদ এর ছাত্র ফযল ইবনে যিয়াদ এর রায় ও এই আমলকে মাজহাবে শক্তিশালী করে তুলে। এটা বলে রাখা ভালো তারা নাভীর নিচে হাত বাধার কথা বলছেন আমল করতে কিন্তু বুকের উপর হাত বাধার কথাটাও তারা আনেন নাই। এতে করে বোঝা যায় যে উনারা এটাকে কোন দলিল বা শক্ত আমল হিসেবে দেখতেন না বরং মাকরুহ (অপচন্দনীয়) হিসেবেই দেখতেন।]

দলিল ৫ : ইমাম আবুল কাসেম উমর ইবন হুসাইন আল-খারকী (মৃ: ৩৩৬ হিজরি) লিখেছেন :

ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى ويجعلهما تحت سرته١ ثم يقول

বাংলা অনুবাদ : "সে তার দুই হাত কানের লতির উপরের অংশ পর্যন্ত অথবা কাঁধ বরাবর পর্যন্ত উঠাবে। এরপর সে তার ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে এবং দু'হাত নাভির নিচে রাখবে। তারপর সে বলবে..."
(মুখতাসার খারকি পৃষ্ঠা ২২)

[মুখতাসার খারকি হচ্ছে হাম্বলী মাজহাবের প্রধান ফিকহের কিতাব, এই কিতাব ই বলতে গেলে হাম্বলী মাজহাবের ফিকহের স্তম্ভ। এই কিতাবের বহুত শরাহ/ ব্যাখ্যা রচিত হয়েছে। এই কিতাবের ভার অনেক বেশি কারণ এটা হাম্বলী মাজহাবের মূল ফিকহের পাঠ্য হিসেবে এখনো গণ্য। এর ন্যায় হানাবিলা তে আমার দেখা আর কোন ফিকহের কিতাব নাই বা কেউ দেখাতেও পারবে না। এই কিতাবের গ্রহণযোগ্যতার কারণ হচ্ছে এই কিতাবের লেখক ইমাম আহমেদের ছেলের ছাত্র ছিল এবং উনি তার থেকে ইমাম আহমেদ এর ফিকহ নেন]

দলিল ৬ : ইমাম আশ-শরীফ আবু আলী ইবনে আবু মুসা আল-হাশিমী (মৃ: ৪২৮ হিজরি) লিখেছেন ,

يفرج بين أصابعه في الصحيح عنه وقيل: يرفع يديه إذا كبير ويفرج بين أصابعه. والأول عنه أظهر وأصح. ثم يضع يمينه على شماله إن شاء فوق السرة

বাংলা অনুবাদ : সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি (মুসল্লী) আঙুলগুলো ফাঁক করেন না। তবে একটি মত রয়েছে—তিনি (মুসল্লি) তাকবীর দেওয়ার সময় হাত উঠাতেন এবং আঙুলগুলো ফাঁক করতেন। কিন্তু প্রথম মতটিই তার থেকে অধিক স্পষ্ট ও সহীহ।

এরপর তিনি (মুসল্লী) চাইলে তার ডান হাত বাম হাতের উপর রাখেন—নাভির উপরে, আর চাইলে নিচেও রাখতে পারেন। তারপর তিনি বলেন…(নামাজের ছানা) ”
(আল-ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ, পৃষ্ঠা: ৫৫)

দলিল ৭ : ইমাম আবু আল খাত্তাব খালওয়াধানী (মৃ: ৫১০ হিজরি) লিখেছেন,

رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ، والرُّكُوعُ، والرفْعُ مِنْهُ، وإرْسَالُهُمَا بَعْدَ الرَّفْعِ، ووَضْعُ اليَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ وَجَعْلُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، والنَّظَرُ إلى مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ، والجَهْرُ، والإسْرَارُ بالقِرَاءةِ والتَّأْمِيْنِ (٦)، ووَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ في الرُّكُوعِ، ومَدُّ الظَّهْرِ، ومُجَافَاةُ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِيْهِ، والبِدَايَةُ بِوَضْعِ الرُّكْبَةِ، ثُمَّ اليَدِ في السُّجُودِ، ومُجَافَاةُ البَطْنِ عَنِ الفَخِذَيْنِ، والفَخِذَيْنِ عَنِ السَّاقَيْنِ فِيْهِ، والتَّفْرِيْقُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، والافْتِرَاشُ في الجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وفي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، والتَّوَرُّكِ في التَّشَهُّدِ الثَّانِي، ووَضْعُ اليَدِ اليُمْنَى عَلَى الفَخِذِ اليُمْنَى

বাংলা অনুবাদ : দুই হাত উঠানো শুরুতে, রুকুতে, এবং রুকু থেকে উঠার সময়; এবং উঠার পর হাত ছেড়ে দেওয়া; ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা এবং সেগুলো নাভির নিচে রাখা; সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা; কিরাতে জোরে পড়া ও আস্তে পড়া এবং 'আমীন' বলা; রুকুতে দুই হাত হাঁটুর উপর রাখা; পিঠ সোজা রাখা; রুকুতে দুই বাহু পাশ থেকে দূরে রাখা; সিজদায় আগে হাঁটু রাখা, তারপর হাত; সিজদায় পেট উরু থেকে এবং উরু পায়ের পিণ্ডলি থেকে দূরে রাখা; দুই হাঁটুর মাঝে ফাঁক রাখা; দুই হাত কাঁধ বরাবর রাখা; দুই সিজদার মাঝখানে বসায় এবং প্রথম তাশাহহুদে 'ইফতিরাশ' করা; দ্বিতীয় তাশাহহুদে 'তাওয়াররুক' করা; ডান হাত ডান উরুর উপর রাখা।"
(আল-হিদায়াহ আলা মাজহাবিল ইমাম আহমাদ পৃষ্ঠা: ৮৭)

দলিল ৮ : ইমাম ওয়াজির ইবনে হুবাইরা (মৃ: ৫৬০ হিজরি) লিখেছেন :

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضعهما تَحت السُّرَّة.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يضعهما تَحت صَدره وَفَوق سرته.
وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات أشهرها كمذهب أبي حنيفَة وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ، وَالثَّانِيَة كمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ. وَالثَّالِثَة التَّخْيِير بَينهمَا وأنهما فِي الْفَضِيلَة سَوَاء.
وَأَجْمعُوا على أَن دُعَاء الاستفتاح فِي الصَّلَاة مسنون.
إِلَّا مَالك فَإِنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بِسنة.

বাংলা অনুবাদ : "আবু হানিফা বলেছেন: তিনি দু'হাত নাভির নিচে রাখবেন।
আর মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন: তিনি দু'হাত বক্ষের নিচে এবং নাভির উপরে রাখবেন।
আর ইমাম আহমদ থেকে তিনটি বর্ণনা রয়েছে; এর মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ হলো আবু হানিফার মতের অনুরূপ, এবং এটিই আল-খারকী গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় মত হলো মালিক ও শাফেয়ীর মতের অনুরূপ। তৃতীয় মত হলো—এ দুই অবস্থার মধ্যে যে কোনোটি বেছে নেওয়া যাবে, এবং উভয়ই ফজিলতের দিক থেকে সমান।
এবং সকল আলেম একমত হয়েছেন যে নামাজে ইস্তিফতাহ দোয়া সুন্নত। তবে মালিক বলেছেন: এটি সুন্নত নয়।"

(ইখতিলাফুল আঈম্মাতিল উলামা ১:১০৭)

[আমি প্রায় ই একটু জায়গা দরকার ছাড়াও বেশি দিয়েছি যেন কেউ এই অপবাদ দিতে না পারে যে আমি সম্পূর্ণ লেখা দেই না]

দলিল ৯ : সাইয়্যেদ আব্দুল কাদের জিলানি আল হাসানী ওয়াল হুসাইনী (মৃ: ৫৬১ হিজরি) লিখেছেন :

ووضع اليمين على الشمال تحت السرة، والنظر إلى موضع السجود

বাংলা অনুবাদ : ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা এবং দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে রাখা।

(গুনিয়াতুত তালেবিন ১:১৮)

দলিল ১০ : ইমাম ইবনে কুদামা মাকদেসী (মৃ: ৬২০ হিজরি) লিখেছেন,

فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله، لما روى هلب، قال، «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه» . قال الترمذي: هذا حديث حسن. ويجعلهما تحت السرة، لما روي عن علي أنه قال: «السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» . رواه أبو داود. وعنه: فوق السرة. وعنه: أنه مخير. ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده، لأنه أخشع للمصلي، وأكف لنظره

বাংলা অনুবাদ : “অতঃপর যখন সে দাঁড়ানো শেষ করে, তখন তার ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা মুস্তাহাব। কারণ হুলব থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইমামতি করতেন, তখন তিনি তার বাম হাত ডান হাতে ধরতেন।’ ইমাম তিরমিযী বলেন: এটি একটি হাসান হাদীস।
এবং সে দু’হাত নাভির নিচে রাখবে—কারণ আলী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন: ‘নামাজে হাতের তালু হাতের তালুর উপর নাভির নিচে রাখা সুন্নত।’ এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

আরেক বর্ণনায়: নাভির উপরে।
আরেক বর্ণনায়: এ ব্যাপারে সে স্বাধীন (অর্থাৎ—যেকোনোটি করতে পারে)।

এবং তার দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখা মুস্তাহাব; কারণ এতে মুসল্লির জন্য বেশি খুশূ (একাগ্রতা) আসে এবং তার দৃষ্টি সংযত থাকে।”
(আল কাফী - ১:২৪৪)

দলিল ১১ : ইমাম মাজুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া (মৃ: ৬৫২ হিজরি) লিখেছেন,

ثم يضع يمنى يديه فوق كوع اليسرى تحت سرته وعنه تحت صدره وعنه يخير وينظر إلى محل سجوده ثم يقول

বাংলা অনুবাদ : “তারপর সে তার ডান হাত বাম হাতের কনুইয়ের উপর রাখবে, নাভির নিচে। আর একটি বর্ণনায়: বুকে নিচে। আর একটি বর্ণনায়: তাকে এ বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এবং সে তার দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে রাখবে। তারপর সে বলবে…(নামাজের ছানা) ”
(আল-মুহাররার ফিল ফিকহ আলা মাজহাবি আহমাদ – ওয়া মা‘আহু আন-নুকাত ওয়াল ফাওয়ায়িদুস সানিয়্যাহ ১:৫৩)

[নব্য সালাফী ও কথিত আহলে হাদিস ফেরকা যাদের তাদের সবচেয়ে প্রাচীন গুরু মনে করে সেই তাকিউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া এর দাদা ইমাম মাজুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া যিনি নিজেও একজন ফকিহ আলেম ছিলেন হাম্বলী মাজহাবের]

দলিল ১২ : ইমাম ইবনে আবি উমর মাকদেসী (মৃ: ৬৮২ হিজরি) লিখেছেন :

وجعلها تحت السرة على ما ذكرنا من الاختلاف فيه، والنظر إلى موضع سجوده
বাংলা অনুবাদ : এবং (নামাযে দাঁড়ানোর সময়) উভয় হাত নাভীর নিচে রাখা যেমনটি আমরা এ বিষয়ে মতভেদ থাকার কথা উল্লেখ করেছি, এবং সেজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখা।
(আশ-শারহুল কাবীর ‘আলাল মুকনি’ ১:৬৫৫)

দলিল ১৩ : ইমাম ইবনে হামদান (মৃ: ৬৯৫ হিজরি) লিখেছেন :

ثم يضع كفه الأيمن على كوعه الأيسر تحت سرته.
وعنه: تحت صدره.
وعنه: يخير.
وعنه: له الإرسال.
وعنه: في النفل.

বাংলা অনুবাদ : “অতঃপর সে তার ডান হাতের তালু বাম হাতের কনুইয়ের উপর রাখবে—নাভির নিচে।

আর (অন্য বর্ণনায়) এসেছে: বুকের নিচে।

আর (অন্য বর্ণনায়): উভয়টির মধ্যে যে কোনোটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে।
আর (অন্য বর্ণনায়): তার জন্য হাত ছেড়ে দেওয়াও (ইরসাল) রয়েছে।

আর (অন্য বর্ণনায়): নফল নামাযে (ভিন্নভাবে করার অনুমতি আছে)।”
(আর-রিআয়াহ আস-সুঘরা ফিল ফিকহ ১:২৮২)

দলিল ১৪ : হাফেজ তাকিউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া (মৃ: ৭২৮ হিজরি) লিখেছেন :

ويجعلهما تحت سرته, أو تحت صدره, من غير كراهةٍ لواحدٍ منهما, والأول أفضل في إحدى الروايات عنه, اختارها الخرقي والقاضي وغيرهما. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني عن أبي جحيفة قال: قال علي رضي الله عنه: «إِنَّ مِنَ

السُّنَّةِ وَضْعُ الأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ» , ويذكر ذلك من حديث ابن مسعودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد احتج به الإمام أحمد.

বাংলা অনুবাদ : “সে দু’হাত নাভির নিচে অথবা বক্ষের নিচে রাখবে—এগুলোর কোনোটিই মাকরূহ নয়। তবে প্রথমটি (নাভির নিচে রাখা) এক বর্ণনায় উত্তম; এটি আল-খিরাকী, আল-ক্বাদী এবং অন্যান্যরা গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ এবং দারাকুতনী আবু জুহাইফা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন—তিনি বলেন: আলী (رضي الله عنه) বলেছেন: ‘নিশ্চয়ই সুন্নত হলো নামাজে হাতের তালু নাভির নিচে রাখা।’

এটি ইবন মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে নবী ﷺ-এর হাদীস হিসেবেও উল্লেখ করা হয়, এবং ইমাম আহমাদ এটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।”
(শারহু উমদাতিল ফিকহ – ইবনু তাইমিয়্যা – সিফাতুস সালাহ পৃষ্ঠা: ৬৭)

[তাকিউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া যিনি কিনা নব্য সালাফী ফেরকার মহান ইমাম হিসেবে গণ্য, সেই ইবনে তাইমিয়া ও নিজে নাভীর নিচে হাত বাধার কথা বলছেন ফিকহের কিতাবে, কোথায় তিনি তো বুকের উপর হাত বাধার কোন কথাই বলেন নাই। তারা দাবি করে যে তারা নাকি ইবনে তাইমিয়া কে অনুসরণ করে কিন্তু আমলের সময় ভিন্নতা দেখা যায়]

দলিল ১৫ :ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যা (মৃ: ৭৫১ হিজরি) লিখেছেন :

فائدة: وضع اليدين في الصلاة

اختلف قوله في صفة وضع اليد على اليد فعنه أحمد بن أصرم المزني وغيره أنه يقبض بيمينه على رسغ يساره وعنه أبو طالب يضع يده اليمنى وضعا بعضها على ظهر كفة اليسرى وبعضها على ذراعه الأيسر، للأولى حديث وائل "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى قريبا من الرسغ" وفي حديث "ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها"، وللثانية ما روى أنس أنه وضع يمينه على شماله على هذا الوصف وفي حديث وائل وفي طريق زائدة عن عاصم بن كليب قال: "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه والرسغ والساعد "

واختلف في موضع الوضع فعنه فوق السرة وعنه تحتها وعنه أبو طالب سألت أحمد أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: "على السرة أو أسفل وكل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها" علي رضي الله عنه: "من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة" عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مثل تفسير علي إلا أنه غير صحيح، والصحيح حديث علي قال في رواية المزني: "أسفل السرة بقليل ويكره أن يجعلهما على الصدر " وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر. مؤمل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل "أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره " فقد روى هذا الحديث عبد الله بن الوليد عن سفيان لم يذكر ذلك، ورواه شعبة وعبد الواحد لم يذكرا خلاف سفيان قال في رواية صالح والكوسج: "إذا التفت في الصلاة قد أساء وما علمت أني سمعت فيه حديثا" أي أنه يعيد وقال في رواية أبي طالب: "الالتفات في الصلاة لا يقطع إنما كره لأنه يترك الخشوع والإقبال على صلاته" قال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان " الحديث رواه البخاري والنسائي وغيرهم فلو كلف الإعادة شق إذ المصلي لا يكاد يسلم من اختلاسه.

বাংলা অনুবাদ : ❝ ফায়দা : নামাজে হাত রাখার পদ্ধতি

“নামাজে এক হাত আরেক হাতের উপর রাখার ধরন সম্পর্কে ভিন্নমত রয়েছে। ইমাম আহমাদ থেকে (আহমাদ ইবন আসরাম আল-মুযানী প্রমুখের মাধ্যমে) বর্ণিত আছে—তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি (রুস্গ) ধরে রাখতেন। আবার আবু তালিবের বর্ণনায় আছে—ডান হাত এমনভাবে রাখতেন যে এর কিছু অংশ বাম হাতের পিঠের উপর এবং কিছু অংশ বাম বাহুর উপর থাকত।

প্রথম মতের পক্ষে ওয়াইল (**رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ**)-এর হাদীস আছে: ‘আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর কব্জির কাছাকাছি রাখতেন।’ আরেক হাদীসে আছে: ‘তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাত আঘাত করে তা ধরে রাখতেন।’ দ্বিতীয় মতের পক্ষে আনাস (**رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ**)-এর বর্ণনা আছে যে, তিনি এভাবে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন। ওয়াইল (**رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ**)-এর অন্য বর্ণনায় (যায়িদাহ’র সূত্রে আসিম ইবন কুলাইব থেকে) আছে: ‘তিনি ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখতেন।’

হাত রাখার স্থানের ক্ষেত্রেও মতভেদ রয়েছে। কোনো বর্ণনায় নাভির উপরে, কোনো বর্ণনায় নিচে। আবু তালিব বলেন: আমি ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করলাম—নামাজে তিনি কোথায় হাত রাখবেন? তিনি বললেন: ‘নাভির উপর বা নিচে—সবই তার কাছে প্রশস্ত (গ্রহণযোগ্য); উপরে, উপরেই বা নিচে রাখলেও সমস্যা নেই।’ আলী (রাঃ) বলেছেন: ‘নামাজে সুন্নত হলো হাতের তালু হাতের তালুর উপর নাভির নিচে রাখা।’ আমর ইবন মালিক, আবু জাওযা হয়ে ইবন আব্বাস (**رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ**) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা আছে—তবে তা সহীহ নয়। সহীহ হলো আলী (**رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ**)-এর হাদীস। মুযানীর বর্ণনায় আছে: ‘নাভির একটু নিচে।’ এবং বুকে রাখা অপছন্দনীয় (মাকরূহ)।

এর কারণ—নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'তাকফীর' থেকে নিষেধ করেছেন—আর তা হলো বুকে হাত রাখা। যদিও একটি বর্ণনায় ওয়াইল (رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ) থেকে এসেছে যে নবী ﷺ বুকে হাত রেখেছেন, কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন ওয়ালিদসহ অনেক বর্ণনাকারী সুফিয়ান থেকে এই অংশ উল্লেখ করেননি; শুআবা ও আবদুল ওয়াহিদও তা উল্লেখ করেননি, যা এ বর্ণনার বিরোধিতা করে।

আরেক বর্ণনায় (সালিহ ও কুসাজের সূত্রে) তিনি বলেন: 'নামাজে যদি কেউ এদিক-ওদিক তাকায়, তবে সে খারাপ কাজ করেছে; তবে এ বিষয়ে আমি কোনো হাদীস জানি না যে (এ জন্য) নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।' আবু তালিবের বর্ণনায় তিনি বলেন: 'নামাজে এদিক-ওদিক তাকানো নামাজ নষ্ট করে না; তবে তা অপছন্দনীয়, কারণ এতে খুশূ ও একাগ্রতা নষ্ট হয়।' তিনি আরও বলেন: 'এটি শয়তানের ছিনতাই'—এই হাদীস বুখারী, নাসাঈ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তাই যদি এ কারণে নামাজ পুনরায় পড়তে বলা হয়, তবে তা কষ্টসাধ্য হবে; কারণ নামাজী সাধারণত এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে না। ❞
(বাদায়েউল ফাওয়ায়িদ ৩:৯১)

[আমি বুকের উপর হাত বাধার হাদিসের তাহকিকে যা বলেছিলাম ইমাম ইবনে কাইয়্যিম জওযিয়্যা ও একই কথা বলেছেন। আর এটা বলে রাখা ভালো উনি কিন্তু হাফেয ইবনে তাইমিয়া এর ছাত্র]

দলিল ১৬ : ইমাম হুসাইন ইবনে ইউসুফ দুজাইলী (মৃ:৭৩২হিজরি) লিখেছেন :

ثُمَّ يَضَعُ كَفَّ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ الْيُسْرَى تَحْتَ سُرَّتِهِ، وَيَنْظُرُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ،

বাংলা অনুবাদ : “তারপর সে তার ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর নাভির নিচে রাখবে, এবং তার দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে রাখবে।'”
(আল-ওয়াজীজ ফিল ফিকহ আলা মাজহাবিল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল পৃষ্ঠা: ৭১)

দলিল ১৭ : ইমাম তাকিউদ্দীন আদামী (মৃ: ৭৪০ হিজরি) লিখেছেন :

،ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، وينظر موضع سجوده

বাংলা অনুবাদ : “তারপর সে তার বাম হাতের কব্জি নাভির নিচে ধরে রাখবে, এবং তার দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে রাখবে।
(আল-মুনাওয়ার ফি রাজিহিল মুহাররার পৃষ্ঠা: ১৬৬)

দলিল ১৮ : ইমাম ইবনে মুফলীহ (মৃ: ৭৬৩ হিজরি) লিখেছেন :

وَيَرْفَعُ لِعُذْرٍ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ، وَيُسْقِطُ بِفَرَاغِ التَّكْبِيرِ كُلِّهِ، ثُمَّ يَجْمَعُ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ الْيُسْرَى "م" نَصَّ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ بَعْضُهَا عَلَى الْكَفِّ، وَبَعْضُهَا عَلَى الذِّرَاعِ، لَا بَطْنُهَا عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى "هـ" وَجَزَمَ بِمِثْلِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ، وَزَادَ الرُّسْغَ وَالسَّاعِدَ، وَقَالَ: وَيَقْبِضُ بِأَصَابِعِهِ عَلَى الرُّسْغِ، وَفَعَلَهُ أَحْمَدُ، وَمَعْنَاهُ ذُلٌّ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ عَزَّ، نَقَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الرَّقِّيُّ٢. تَحْت سُرَّتِهِ "وهـ" قِيلَ لِلْقَاضِي: هُوَ عَوْرَةٌ فَلَا يَضَعُهَا عَلَيْهِ كَالْعَانَةِ وَالْفَخِذِ، فَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَوْرَةَ أَوْلَى وَأَبْلَغُ بِالْوَضْعِ عَلَيْهِ، لِحِفْظِهِ، ثُمَّ يُقَابِلُهُ بِقِيَاسٍ سَبَقَ، وَعَنْهُ تَحْتَ صَدْرِهِ "وم ش" وَعَنْهُ يُخَيَّرُ، اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ٣ وَالْمُحَرَّرِ، وَعَنْ أَحْمَدَ أَوْ يرسلهما، وعنه: نفلا وَيُكْرَهُ وَضْعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ نَصَّ عَلَيْهِ١ مَعَ أَنَّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ٢

বাংলা অনুবাদ : “সে (প্রয়োজনে) কম বা বেশি কারণে হাত উঠাবে, এবং তাকবীর শেষ হলে সম্পূর্ণভাবে হাত নামিয়ে ফেলবে। তারপর সে ডান

হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে—এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ স্পষ্টভাবে বলেছেন। আবু তালিব বর্ণনা করেছেন যে, কখনো তা হাতের তালুর উপর, কখনো বাহুর উপর রাখা হয়; কিন্তু বাম হাতের পিঠের উপর ডান হাতের পেট রাখা হয় না। ক্বাজী (আল-জামি‘ গ্রন্থে) এ মতকে নির্ধারণ করেছেন এবং কব্জি ও বাহুও উল্লেখ করেছেন; তিনি বলেছেন: আঙুল দিয়ে কব্জি ধরে রাখবে, এবং ইমাম আহমাদও এটি করেছেন। এর অর্থ হলো আল্লাহর সামনে বিনয় প্রকাশ করা—এটি আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া আল-রাক্কী বর্ণনা করেছেন।

নাভির নিচে রাখা—কারও মতে ক্বাজীকে বলা হলো: এটি তো ‘আওরাহ’, তাই এর উপর হাত রাখা যাবে না, যেমন গোপনাঙ্গ বা উরুর উপর রাখা যায় না। তিনি উত্তর দিলেন: বরং ‘আওরাহ’-এর উপর হাত রাখা অধিক উপযুক্ত ও শক্তিশালী, কারণ এটি রক্ষা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে।

আরেক বর্ণনায়: বক্ষের নিচে রাখা।
আরেক বর্ণনায়: এ বিষয়ে স্বাধীনতা রয়েছে—এটি ‘ আল-ইরশাদ’ ও ‘আল-মুহাররার’ গ্রন্থের লেখকের মত।
আর ইমাম আহমাদ থেকে আরেক বর্ণনায়: হাত ছেড়ে দেওয়া (লাগানো না-ও থাকতে পারে)।

এবং আরেক বর্ণনায়: বুকে রাখা মুস্তাহাব নয়—এটি স্পষ্টভাবে তিনি অপছন্দ করেছেন, যদিও এটি ইমাম আহমাদের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে।”
(আল-ফুরু‘ ওয়া তাসহীহুল ফুরু‘ ২:১৬৮–১৬৯)

দলিল ১৯ : ইমাম আলাউদ্দিন মারদাওঈ (মৃ: ৮৮৫ হিজরি) লিখেছেন :

فائدتان؛ إحْداهما، قال في «الفروعِ»: ولعَلَّ مُرادَهم أنْ تكُونا في حالِ الرَّفْعِ مكْشوفَتانِ، فإنَّه أفْضَل هنا وفي الدُّعاءِ. الثَّانية، قال ابنُ شِهَابٍ: رفْعُ اليدَيْن إشارةٌ إلى رفْعِ الحِجَابِ بينَه وبينَ ربِّه، كما أنَّ السَّبَّابَةَ إشارةٌ إلى الوَحْدانِيَّةِ.

قوله: ثم يضعُ كفَّ يدِه اليُمْنَى على كُوعِ اليُسْرى. هذا المذهبُ. نصَّ ويَجْعَلُهما تحتَ سُرَّتِه

বাংলা অনুবাদ : “দুইটি ফায়দা:
প্রথমটি: ‘আল-ফুরু‘’ গ্রন্থে বলা হয়েছে—সম্ভবত তাদের উদ্দেশ্য হলো, হাত উঠানোর সময় দুই হাত খোলা থাকবে; কারণ এখানে এবং দোয়ার ক্ষেত্রে এটি উত্তম।
দ্বিতীয়টি: ইবন শিহাব বলেছেন—দুই হাত উঠানো হলো বান্দা ও তার রবের মাঝে পর্দা উঠানোর একটি ইঙ্গিত; যেমন তর্জনী আঙুল (শাহাদাহ আঙুল) একত্ববাদের (তাওহীদ) ইঙ্গিত দেয়।

এরপর বলা হয়েছে: ‘তার ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে।’ এটিই মাযহাব। এবং তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন: ‘এবং সে দু’হাত নাভির নিচে রাখবে।’”
(আল-ইনসাফ ফি মা‘রিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ ৩:৪২১–৪২২)

দলিল ২০ : ইমাম শিহাবুদ্দীন আল-আসকারী (মৃ: ৯১০ হিজরি) লিখেছেন :

قال في الفروع (١): والأشهر يُخَيَّر، ويرفع يديه أقل، وأكثر؛ لعذرٍ، ويسقط بفراغ التكبير كله، ورفعهما إشارةٌ إلى رفع الحجاب بينه، وبين ربه، ثم يحطهما من غير ذكرٍ.

ويضع يده اليمنى على كوع اليسرى نصًّا (٢)، ويجعلهما تحت سُرَّتِهِ (٣

বাংলা অনুবাদ : "'আল-ফুরু'' গ্রন্থে বলা হয়েছে: অধিক প্রসিদ্ধ মত হলো—এ বিষয়ে তাকে (মুসল্লিকে) স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তিনি কম বা বেশি কারণে হাত উঠাতে পারেন; কোনো ওজরের কারণে (এটি পরিবর্তিত হতে পারে)। তাকবীর শেষ হলে সম্পূর্ণভাবে হাত নামিয়ে ফেলবেন। আর হাত উঠানো হলো বান্দা ও তার রবের মাঝে পর্দা উঠানোর একটি ইঙ্গিত, তারপর তিনি কোনো জিকির ছাড়া হাত নামিয়ে দেবেন।

তিনি তার ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখবেন—এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত। এবং তিনি দু'হাত নাভির নিচে রাখবেন।" (আল-মানহাজুস সহীহ ফিল জাম' বায়না মা ফিল মুকনি' ওয়াত তানকীহ ১:২৮৯)

দলিল ২১ : ইমাম ইবনে নাজ্জার আল-ফুতূহী (মৃ: ৯৭২ হিজরি) লিখেছেন :

الخامسة: كونهما كذلك عند الرفع من الركوع.
السادسة: حطهما بعد ذلك.
السابعة: وضع اليمين (١) على الشمال.
الثامنة: جعلهما تحت السرة.
التاسعة: نظره إلى موضع لسجوده.
العاشرة: الجهر بتكبيرة الإحرام.
الحادية (٢) عشر (٣) : ترتيل القراءة.
الثانية عشر: تخفيف الصلاة إن كان إماماً.
الثالثة عشر: الإطالة في الأولى.

বাংলা অনুবাদ : “পঞ্চম: রুকু থেকে উঠার সময় দুই হাত ওই অবস্থায় রাখা।
ষষ্ঠ: এরপর দুই হাত নামিয়ে দেওয়া।
সপ্তম: ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।
অষ্টম: দু’হাত নাভির নিচে রাখা।
নবম: সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখা।
দশম: তাকবীরে তাহরীমা উচ্চস্বরে বলা।
একাদশ: কিরাত ধীরে ধীরে (তাজবীদসহ) পড়া।
দ্বাদশ: যদি ইমাম হয় তবে নামাজ হালকা করা।
ত্রয়োদশ: প্রথম রাকাআত দীর্ঘ করা।”
(শারহু মুনতাহাল ইরাদাত লি ইবনিন নাজ্জার **–** মা‘উনাতু উলিন নুহা ২**:**২০৯**)**

[এই কিতাবে ইমাম ইবনে নাজ্জার সুন্দরভাবে ধাপে ধাপে নামাজের ধাপগুলো লিখেছেন যা পড়তেও ভালো লাগে **]**

দলিল ২২ : ইমাম শরফুদ্দীন আল-হাজ্জাওয়ী (মৃ: ৯৬৮ হিজরি) লিখেছেন :

الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

বাংলা অনুবাদ :“ইমাম যখন সামনে থাকে, তখন তার পিছনে থাকা ব্যক্তির জন্য ইমামের কিরাআতই (যথেষ্ট) — যেভাবে যোহরের প্রথম দুই রাকাআতে (মুক্তাদির জন্য নীরব থাকা হয়), তেমনই। আর একাকী নামায আদায়কারী নিজে কিরাআত করবে।

এরপর সে তার বাম হাতের কব্জি ডান হাতে ধরে নাভির নিচে রাখবে এবং সেজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখবে।
তারপর বলবে:
‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারাকাসমুকা, ওয়া তা‘আলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গইরুক।’”
(জাদুল মুস্তাকনিঅ ফি ইখতিসারিল মুকনি‘ পৃষ্ঠা ৪৪**)**

দলিল ২৩ : ইমাম মারি আল কারমী (মৃ: ১০৩৩ হিজরি) লিখেছেন :

وسنن الأفعال - وتسمى الهيئات ٢-: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام٣ وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده٤ وتفرقته بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعله٥ رأسه حياله.٦ والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل٧ السجود سوى الركبتين فيكره ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه

বাংলা অনুবাদ : “কর্মসমূহের সুন্নতসমূহ—যাকে ‘হাইআত’ও বলা হয়—হলো: তাকবীরে তাহরীমার সাথে দুই হাত উঠানো, রুকুতে যাওয়ার সময় হাত উঠানো, রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠানো এবং এরপর হাত নামিয়ে দেওয়া। ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা এবং দু’হাত নাভির নিচে রাখা। দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে রাখা। দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের মাঝে ফাঁক রাখা। রুকুতে দুই হাত দিয়ে হাঁটু ধরা, আঙুলগুলো ফাঁক রাখা। রুকুতে পিঠ সোজা রাখা এবং মাথাকে তার সমান্তরাল রাখা। সিজদায় প্রথমে হাঁটু রাখা, তারপর দুই হাত, তারপর কপাল ও নাক রাখা। সিজদার অঙ্গগুলোকে জমিনে স্থিরভাবে লাগানো এবং সিজদার স্থানে সেগুলো স্পর্শ করানো—তবে হাঁটু ছাড়া, কারণ

হাঁটুর ক্ষেত্রে কিছুটা অপছন্দনীয় (মাকরূহ)। বাহু দুই পাশে এবং পেট থেকে দূরে রাখা।"
(দালীলুত ত্বালিব লি নায়লিল মাতালিব পৃষ্ঠা**:** ৩৭**)**
দলিল ২২ : ইমাম মানসুর আল-বুহূতী(মৃ: ১০৫১ হিজরি) লিখেছেন :

تَحْتَ سُرَّتِهِ) استحباباً؛ لقولِ عليٍّ: «مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ اليَمِينِ (١) عَلَى الشِّمَالِ)
(تَحْتَ السُّرَّةِ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ (٢.
وَيَنْظُرُ) المصلِّي استحباباً (مَسْجِدَهُ)، أي: موضعَ سجودِه؛ لأنَّه أَخْشَعُ، إلا في)
صلاةِ خوفٍ لحاجةٍ

বাংলা অনুবাদ : "(নাভির নিচে) রাখা মুস্তাহাব; কারণ আলী (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেছেন: 'নিশ্চয়ই সুন্নত হলো ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।' এটি ইমাম আহমাদ এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

(এবং দৃষ্টি রাখা) মুস্তাহাবভাবে মুসল্লি তার 'মাসজিদ'-এর দিকে রাখবে, অর্থাৎ সিজদার স্থানের দিকে; কারণ এতে অধিক খুশূ (একাগ্রতা) আসে। তবে ভয়-নামাজ (সালাতুল খওফ) এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে।"
(আর**-**রওদুল মুরাব্বা**'** বিশারহি যাদিল মুস্তাকনি**'** ১**:**২৪৪**)**

দলিল ২৪ : ইমাম ইবন বালবান (মৃ: ১০৮৩ হিজরি) লিখেছেন :

ثُمَّ يَقْبِضُ بِيُمْنَاهُ كُوعَ يُسْرَاهُ.
وَيَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ.
(وَيَنْظُرُ مَسْجِدَهُ (١

বাংলা অনুবাদ : “তারপর সে তার ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি (কুউ’) ধরবে।
এবং সে দু’হাত নাভির নিচে রাখবে।
এবং সে তার সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখবে।”
(আখসারুল মুখতাসারাত পৃষ্ঠা: ৮৩)

দলিল ২৫ : ইমাম মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আলী আল-বুহূতী আল-খালওয়াতী (মৃ: ১০৮৮ হিজরি) লিখেছেন :

ثم وضعُ كفٍّ يمنى على كوع يسرى وجعلُهما تحت سرته

বাংলা অনুবাদ : “অতঃপর ডান হাতের তালু বাম হাতের কনুইয়ের উপর রাখা এবং উভয় হাতকে নাভির নিচে স্থাপন করা।”
(হাশিয়াতুল খালওয়াতী ‘আলা মুনতাহা আল-ইরাদাত ১: ২৯২)

দলিল ২৬ : ইমাম আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন ইয়াহইয়া আল-মাকদিসী (মৃত্যু ১০৯১ হি.) লিখেছেন :
وجعلُهما تحتَ سُرَّتهِ. ونظرُه إلى مَوضِعِ سجُودِه

বাংলা অনুবাদ : “উভয় হাত নাভির নিচে রাখা হবে। এবং তার দৃষ্টি থাকবে সিজদার স্থানের দিকে।”
(শারহু দালিল আত-তালিব ১:৩২৮)

দলিল ২৭ : ইমাম ইব্রাহীম আল-আওফী আস-সালিহী (মৃ: ১০৯৪ হিজরি) লিখেছেন :

(وحطهما) أي: اليدين (عقب ذلك) أي: عقب التكبير (٣).
ووضع) يده (اليمين على) يده (الشمال) ثم يقبض (٤) بكفه الأيمن كوعه)
(الأيسر، نص عليه (٥)؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك (٦).
وجعلهما) أي: اليدين (تحت سرته) لقول على أنه قال (٧): "من السُّنَّة وضع)
(اليمنى على الشمال، تحت السرة" رواه أحمد (٨).
كتاب مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت

বাংলা অনুবাদ : "এবং 'হাত নামিয়ে দেওয়া'—অর্থাৎ তাকবীরের পর দুই হাত নামানো।

এবং সে তার ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। তারপর সে তার ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে—এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে; কারণ নবী ﷺ এভাবেই করেছেন।

এবং সে দু'হাত নাভির নিচে রাখবে—আলী (রাঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি বলেছেন: 'সুন্নত হলো ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।' এটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।"
(মাসলাকুর রাগিব লিশারহি দালীলিত ত্বালিব **–** তাহকীক**:**
আল**-**হাযযানি ওয়া ইদরিস ১**:**৩০৩**)**

দলিল ২৮ : ইমাম ইবন কা'ইদ, উসমান ইবন আহমদ ইবন সাঈদ আল-নাজদী (মৃ: ১০৯৭ হিজরি) লিখেছেন :

مَانِعٍ، بِحَيْثُ يَحْصُلُ السَّمَاعُ مَعَ عَدَمِهِ فَرْضٌ وَسُنَّ رَفْعُ يَدَيْهِ أَوْ إِحْدَاهُمَا عَجْزًا مَعَ
ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ مَمْدُودَتَيْ الْأَصَابِعِ مَضْمُومَتَيْهَا مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهَا الْقِبْلَةَ إِلَى حَذْوِ

مَنْكِبَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ وَيُنْهِيهِ مَعَهُ وَيَسْقُطُ بِفَرَاغِ التَّكْبِيرِ ثُمَّ وَضْعُ كَفِّ يُمْنَى عَلَى كُوعِ يُسْرَى وجَعْلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ وَنَظَرُهُ

বাংলা অনুবাদ : "...এমনভাবে (বাধা না থাকা অবস্থায়) যে শ্রবণ সম্ভব হয় এবং বাধা না থাকে। (তাকবীরে তাহরীমার সময়) উভয় হাত উঠানো বা কোনো অক্ষমতার কারণে এক হাত উঠানো—এটি সুন্নত। হাত উঠানোর সময় আঙুলগুলো প্রসারিত ও পাশাপাশি থাকবে, তালু কিবলার দিকে থাকবে, এবং কাঁধ বরাবর পর্যন্ত উঠানো হবে—যদি কোনো ওজর না থাকে। এবং তাকবীর শেষ হওয়ার সাথে সাথে হাত নামিয়ে ফেলবে।

তারপর ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখা হবে এবং দু'হাত নাভির নিচে রাখা হবে। এবং তার দৃষ্টি..."
(হাশিয়াতু ইবনু কায়েদ 'আলা মুনতাহাল ইরাদাত ১:২০৭)

দলিল ২৯ : ইমাম ইবন আবি তাগলিব ইবন সালিম আত-তাগলিবী আশ-শাইবানি (মৃ: ১১৩৫ হিজরি) :

والثالثة: كونهما مضمومتي الأصابع عند الإحرام بالصلاة.
(و) الرابعة: رفعهما كذلك (عند الركوع).
و) الخامسة: كونهما كذلك (عند الرفع منه) أي الرفع من الركوع).
(و) السادسة: (حطّهما عقب ذلك).
(و) السابِعَة: (وضعُ اليمينِ على الشمال).
(و) الثامنة: (جعلهما) أي يديه (تحت سرته).
(و) التاسعة: (نظره إلى موضع سجودِهِ).
و) العاشرة: (الجهر بتكبيرةِ الإحرام)

বাংলা অনুবাদ : “তৃতীয়: নামাজের তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাতের আঙুলগুলো একসাথে (জোড়া লাগানো অবস্থায়) থাকা।
চতুর্থ: রুকুতে যাওয়ার সময় একইভাবে দুই হাত উঠানো।
পঞ্চম: রুকু থেকে উঠার সময়ও একইভাবে হাত রাখা।
ষষ্ঠ: এরপর হাত নামিয়ে দেওয়া।
সপ্তম: ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।
অষ্টম: দু'হাত নাভির নিচে রাখা।
নবম: দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে রাখা।
দশম: তাকবীরে তাহরীমা উচ্চস্বরে বলা।”
(নায়লুল মা‘আরিব বিশারহি দালীলিত ত্বালিব ১:১৪২)

দলিল ৩০ : ইমাম ইবন ‘আওয়াদ আল-মারদাওয়ী (মৃ: ১১৪০ হিজরি) এর দিকে কোন সময়) লিখেছেন :

الإحرَامِ (١)، وعِندَ الركُوعِ (٢)، وعِندَ الرَّفعِ مِنهُ (٣). وحَطُّهُما عَقِبَ ذلِكَ (٤).
(ووَضعُ اليُمنَى على الشِّمالِ (٥)، وجَعلُهُمَا تَحتَ سُرَّتِهِ (٦).

وهي: الطمأنينة. ووقار، وهي: الرزانة، كغضِّ الطرفِ، وخفضِ الصوتِ، وعدمِ
[الالتفاتِ. م ص.]١

বাংলা অনুবাদ : “ইহরাম (তাকবীরে তাহরীমা) সময়, রুকুতে যাওয়ার সময়, এবং রুকু থেকে উঠার সময় (হাত উঠানো)। এরপর হাত নামিয়ে দেওয়া। ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা এবং দু'হাত নাভির নিচে রাখা।

এবং (নামাজের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে)—খুশূ‘ (একাগ্রতা/বিনয়), গাম্ভীর্য ও শান্তভাব। এগুলো হলো: দৃষ্টি নিচু রাখা, আওয়াজ নিচু রাখা, এবং এদিক-ওদিক না তাকানো।”

(ফাতহু ওয়াহাবিল মা'আরিব 'আলা দালীলিত ত্বালিব ১:৩৩১)

দলিল ৩১ : ইমাম আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-বা'লী (মৃ: ১১৮৯ হিজরি) লিখেছেন :

فرض، ومع مانع) من السماع كصمم يجهر (بحيث يحصل) السماع (لو لم يكن) ذلك المانع، (ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما) أي يديه (تحت سرته، وينظر مسجده) بفتح الجيم أي مكان سجوده (في كل صلاته) استحبابًا إلا في صلاة خوف لحاجة، (ثم) يستفتح سرًا

বাংলা অনুবাদ : "(ফরজ এবং) শ্রবণে বাধা থাকলে—যেমন বধিরতা—সে এমনভাবে উচ্চস্বরে (তাকবীর) বলবে, যাতে যদি কোনো বাধা না থাকত তবে শ্রবণ সম্ভব হতো।

তারপর সে তার ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে এবং দু'হাত নাভির নিচে রাখবে। এবং সে তার সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখবে—অর্থাৎ যেখানে সে সিজদা করে—এটি তার প্রতিটি নামাজে মুস্তাহাব, তবে ভয়-নামাজ (সালাতুল খওফ) এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। এরপর সে গোপনে (নিঃশব্দে) ইস্তিফতাহ করবে।"
(আর-রওদুন নাদী শারহু কাফিল মুবতাদি পৃষ্ঠা: ৭৪)

[আমি এতক্ষণ ধরে যে দলিলগুলো দিয়েছি এতে খেয়াল করবেন যে আরবী তে বিভিন্ন সংখ্যা দেওয়া। এটা মূলত টীকার অংশ। এই চিহ্ন দিয়ে ঠিকা ঠিক করে ও পরেদিয়ে নিজেদের মনমাফিক কথা যুক্ত করেন যা মূলত দরকারী না। আর তারা মূলত যে হাদিস নিয়ে বেশি গবেষণা

করেছে টীকায় সেই হাদিসগুলো আমি শুরুতেই দিয়ে দিছি ও তাহকিক করেছি। আর এখানে এই টিকার লেখাগুলো দেওয়া মানায় না। আমার কাছে টিকা মুক্ত কিতাবের কোন উৎস নাই তাই আমিও সম্পূর্ণ অক্ষত রেখে দিয়ে দিছি।]

দলিল ৩২ : কথিত নজদী ওয়াহাবি আন্দলোন এর প্রবর্তক মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব নাজদী আত-তামিমি (মৃ: ১২০৬ হিজরি) লিখেছেন :

الإحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته، والنظر إلى موضع سجوده، وتفريقه بين قدميه، في قيامه ومراوحته بينهما، وترتيل القراءة، والتخفيف للإمام، وكون الأولى أطول من الثانية، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، ومد ظهره مستويا، وجعل رأسه حياله، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ورفع يديه قبلهما في

বাংলা অনুবাদ : “ইহরাম (তাকবীরে তাহরীমা), রুকু এবং রুকু থেকে উঠা, এরপর হাত নামিয়ে দেওয়া, ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখা এবং দু’হাত নাভির নিচে রাখা, দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে রাখা, দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের মাঝে ফাঁক রাখা এবং পায়ের উপর ভারসাম্য রাখা, কিরাত ধীরে ও সুন্দরভাবে পড়া, ইমামের জন্য নামাজ সংক্ষিপ্ত করা, প্রথম রাকাআতকে দ্বিতীয় রাকাআতের চেয়ে দীর্ঘ করা, রুকুতে দুই হাতে হাঁটু ধরা আঙুল ফাঁক করে, পিঠ সোজা রাখা এবং মাথা তার সমান্তরাল রাখা, সিজদায় প্রথমে হাঁটু রাখা তারপর হাত রাখা, এবং হাত উঠানো তাদের আগে করা—”
(আদাবুল মাশই ইলা সালাহ, মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব-এর সংকলন, ১৪তম খণ্ড)

[ওয়াহাবি/ নব্য সালাফী / কথিত আহলে হাদিস ফেরকার প্রধান ইমাম ও পেশওয়া শায়েখ নজদী নিজেই জাভীর নিচে হাত নাধার কায়েল ছিলেন। কিন্তু আজ উনার অনুসারীরাই এটাকে বিদয়াত বলে।]

দলিল ৩৩ : ইমাম উসমান ইবন জামি (মৃ: ১২৫৩ হিজরি) লিখেছেন :

ثم يقبض بيمناه كوع يسراه) استحبابًا لما روى قبيصة بن هلب عن أبيه (١) قال: كان رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه الترمذي، وحسَّنه، وقال: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين ومَنْ بعدهم (٢). (ويجعلهما) أي يديه (تحت سرته) لقول علي: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود (٣). ومعناه: ذل بين يدي الله -عز وجل

বাংলা অনুবাদ ; “তারপর সে তার ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরে—এটি মুস্তাহাব। কারণ ক্বাবীসা ইবন হুলব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইমামতি করতেন, তখন তিনি তার বাম হাত ডান হাতে ধরতেন। এটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী, তাবেঈন এবং পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের আমল এভাবেই ছিল।

এবং সে দু’হাত নাভির নিচে রাখবে—কারণ আলী (**رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ**) থেকে বর্ণিত: ‘নিশ্চয়ই সুন্নত হলো ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।’ এটি ইমাম আহমাদ এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

এর অর্থ হলো: আল্লাহর সামনে বিনয় ও অপমানবোধের প্রকাশ।” (আল-ফাওয়ায়িদুল মুনতাখাবাত ফি শারহি আখসারিল মুখতাসারাত ১:১৭১)

দলিল ৩৪ : ইমাম মুস্তফা ইবন সা'দ আল-রাহিবানী আস-সুয়ূতী (মৃ: ১২৪৩ হিজরি) লিখেছেন :

رَوَى قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ (وَيَجْعَلُهُمَا) أَيْ: يَدَيْهِ (تَحْتَ سُرَّتِهِ) ، ٩ لِقَوْلِ عَلِيٍّ " مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ، تَحْتَ السُّرَّةِ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد.

(وَمَعْنَاهُ ذُلٌّ بَيْنَ يَدَيْ عِزٍّ).

وَيُكْرَهُ) جَعْلُهُمَا (عَلَى صَدْرِهِ) ، نَقَلَهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى ال

বাংলা অনুবাদ : “ক্বাবীসা ইবন হুলব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইমামতি করতেন, তখন তিনি তার বাম হাত ডান হাতে ধরতেন। এটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ, তাবেঈন এবং পরবর্তী আলেমদের মধ্যে এর উপর আমল রয়েছে।

এবং সে দু'হাত নাভির নিচে রাখবে—আলী (رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ)-এর বক্তব্যের কারণে: ‘নিশ্চয়ই সুন্নত হলো ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।’ এটি ইমাম আহমাদ এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।
এর অর্থ হলো: আল্লাহর সামনে বিনয়ের সাথে দাসত্ব প্রকাশ করা। এবং (নামাজে) দু'হাত বুকে রাখা মাকরূহ—এটি ইমাম আহমাদ ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন।”

(মাতালিবু উলিন নুহা ফি শারহি গায়াতিল মুনতাহা)

দলিল ৩৫ :নজদী ফেরকার হাম্বলী আলেম, আবদুর রহমান ইবন কাসিম আল-কাহতানী (মৃ: ১৩৩২ হিজরি) লিখেছেন :

ويجعلها (تحت سرته) استحبابا (١) لقول علي: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود (٢) .

বাংলা অনুবাদ : “তিনি (হাতদ্বয়) নাভির নিচে রাখবেন এটি মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)। কারণ আলী ইবন আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: ‘সুন্নাহ হলো ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।’ এটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবন হাম্বল এবং আবু দাউদ।” (হাশিয়াতুর রাওদুল মুরাব্বা লি-ইবন কাসিম ২:২০)

দলিল ৩৬ : নজদী ফেরকার হাম্বলী আলেম, ইবনে দুয়াইয়ান (মৃ: ১৩৫৩ হিজরি) লিখেছেন :

وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم صنع هكذا متفق عليه.

[ووضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت سرته] لحديث وائل بن حجر وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى رواه أحمد، ومسلم. وقال علي رضي الله عنه: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أحمد.

[ونظره إلى موضع سجوده] لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} ١ فطأطأ رأسه رواه أحمد في الناسخ

বাংলা অনুবাদ : "এবং যখন সে মাথা উঠাবে, তখন তার দুই হাতও উঠাবে। এবং বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই করতেন—এটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত।

[ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা এবং দু'হাত নাভির নিচে রাখা]—এটি ওয়াইল ইবন হুজর (**رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ**)-এর হাদীসের কারণে; তাতে আছে: 'তারপর তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন।' এটি ইমাম আহমাদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এবং আলী (**رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ**) বলেছেন: 'নামাজে সুন্নত হলো হাতের তালু হাতের তালুর উপর নাভির নিচে রাখা।' এটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

[এবং দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে রাখা]—কারণ ইবন সীরীন বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠাতেন; তখন এই আয়াত নাযিল হয়: "যারা তাদের নামাজে বিনয়ী" (মুমিনুন: ২)। এরপর তিনি মাথা নিচু করেন। এটি ইমাম আহমাদ 'আন-নাসিখ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।"
(মানারুস সাবীল ফি শারহিদ দালীল ১:৯২)

দলিল ৩৭ : ওয়াহহাবি ফেরকার আলেম, ফায়সাল আল-মুবারক আল-নাজদী (মৃ: ১৩৭৬ হিজরি) লিখেছেন ::

مَنْ خَلْفَه كقراءته في أُولَتَيْ غير الظُّهْرَين، وغَيْرُه نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سُرَّته وينظر مَسْجِدَه، ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك (*)، وتبارك اسْمُكَ، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غيرُك) (١

বাংলা অনুবাদ : "তার পিছনে থাকা ব্যক্তি (ইমামের পিছনে) দুই রাকাআতে (যোহর ছাড়া অন্য নামাজে) তার কিরাতের মতোই পড়বে, আর অন্য ব্যক্তি নিজেই (একাকী নামাজে)। এরপর সে তার বাম হাতের

কব্জি নাভির নিচে ধরে রাখবে এবং তার দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে রাখবে। তারপর সে বলবে:

‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারাকাসমুকা, ওয়া তা‘আলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।’”
(কালিমাতুস সাদাদ ‘আলা মতনিয যাদ পৃষ্ঠা: ৫৭)

[এবং আমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছি যে নাভীর নিচে হাত বাধা নিয়ে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ এর আগে হাম্বলী মাজহাবের ফিকহ অনুসারী দাবিদারদের মধ্যে কোন সমস্যা ই হয় নাই। এর একটা উদাহরণ ইবনে দুয়াইন নিজেই। কিন্তু সমস্যা বাধে তার পরবর্তী আলেমদের থেকে বিশেষ কিরে নজদের আলেম

এই দলিলগুলো হতে প্রধানত দুটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়, শেষ দিকে অধিকাংশ দলিল ই ছিলো নজদ ও দামেস্ক অঞ্চলের উলামাদের যেখানে উল্ল্যেখযোগ্য হাম্বলী আলেমদের অস্থিত্ব আছে। ইমাম আহমেদ এর যুগ হতে ফয়সাল আল মোবারক কথিত ওয়াহাবি হাম্বলী আলেম পর্যন্ত যতটা ই ফিকহের কিতাব লিখা হয়েছে সেখানে প্রাথমিকভাবেই নাভীর নিচে হাত বাধার কথাই বলা আছে]

বুকের উপর হাত বাঁধা সংক্রান্ত লেখনী ও এর মূল উদ্দেশ্য :

এই পরিচ্ছদে আমি তুলে ধরবো সেইসব রেওয়ায়ত যেখানে বা যার হতে বুকের উপর হাত বাধার ফিকহী দলিল পেশ করে থাকে বা ওরা চেষ্টা করে।

১) ইমাম নূরুদ্দীন আবু তালিব (মৃ: ৬৮৪ হিজরি) লিখেছেন :

مسألة:)وجيعلهما حتت سرته(.
روي هذا عن علي وأيب هريرة وغريمها؛ ملا روي عن علي **عليه السالم** أنه قال:))من السنة وضع اليمني على
الشمال حتت السرة(( )3(رواه أحد.
وهذا ينصرف إىل سنة النيب صلى هللا عليه وسلم.
وألنه قول من مسينا من الصحابة.
وعن أَحد: أن السنة و ضعهما فوق السرة، وهو قول الشافعي؛ ملا روى وائل بن حجر قال:))رأيت النيب
صلى هللا عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحدامها على األخرى((
)4(.
وعن أَحد: أنه خمري يف الوضع حتت السرة وفوق السرة؛ ألن اجلميع مروي، واألمر يف ذلك واسع

বাংলা অনুবাদ : “মাসআলা: উভয় হাত নাভির নিচে রাখা হবে।
এটি আলী ইবন আবি তালিব, আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। কারণ আলী আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
‘সুন্নাহ হলো—ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।’
এটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবন হাম্বল।

এটি মূলত নবী ﷺ-এর সুন্নাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।
এছাড়াও এটি ঐসব সাহাবীদের মত, যাদের আমরা উল্লেখ করেছি।

আর আহমদ ইবন হাম্বল থেকে (আরেক বর্ণনায়) এসেছে—সুন্নাহ হলো নাভির উপরে রাখা, যা মুহাম্মদ ইবন ইদরিস আল-শাফেয়ী-এর মত। কারণ ওয়াইল ইবন হুজর বলেন:
'আমি নবী ﷺ-কে নামায পড়তে দেখেছি—তিনি তাঁর হাত দু'টি বুকের উপর রেখেছিলেন, একটি অপরটির উপর।'

আর ইমাম আহমদ থেকে আরেক বর্ণনায় এসেছে নাভির নিচে বা উপরে উভয়ভাবে রাখার মধ্যে মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কারণ সবগুলোই বর্ণিত হয়েছে; সুতরাং এ ব্যাপারে অবকাশ রয়েছে।"

(আল-ওয়াদিহ ফি শারহি মুখতাসার আল-খিরাকি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৪–২১৫)

[এইখানে ইমাম নুরুদ্দীন আবু তালিব বুকের উপর বর্ণনা আনলেও উনি সরাসরি বুকের উপর হাত বাধা কে শরিয়াহ সম্মত বলেন নাই বরং বলছেন নাভীর উপরে হাত বাধা কিন্তু উপরে নিচে এতে বাধা নাই। আর আমরাও বলি এটা সমস্যা না বুকের নিচে ও নাভীর উপরে হাত বাধলেও সমস্যা নাই, সমস্যা বুকের উপর হাত বাধাকেই কেন্দ্র করে]

২) ইমাম জারকাশী (মৃ: ৭৭২ হিজরি) লিখেছেন :

٤٥٩ - لما روى أحمد، وأبو داود، «عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: من السنة وضع الأكف في الصلاة تحت السرة» . والسنة المطلقة تنصرف إلى سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

(والرواية الثانية) : الأفضل جعلهما تحت صدره.

٤٦٠ - لما «روى قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يضع يده على صدره» - ووصف يحيى بن سعيد - اليمنى على اليسرى، فوق المفصل، رواه أحمد.

(والثالثة) : التخيير بين الصفتين، اختارها ابن أبي موسى، وأبو البركات، لورود الأمر بهما. قال أبو البركات: وعلى الروايات فالأمر [في الأمرين] واسع، لا [كراهة لواحد منهما، [والله أعلم .

বাংলা অনুবাদ : ৪৫৯ - ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এবং আবু দাউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে:

"আলী ইবন আবি তালিব (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নামাযে হাতের তালু নাভির নিচে রাখা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।"
আর 'সুন্নাহ' শব্দটি সাধারণভাবে এলে তা মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নাহকেই নির্দেশ করে।

(দ্বিতীয় বর্ণনা): উত্তম হলো দুই হাত বুকের নিচে রাখা।

৪৬০ - কারণ কবীসা ইবন হুলব তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: "আমি নবী ﷺ-কে তাঁর বুকের উপর হাত রাখতে দেখেছি।"
এবং ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ বর্ণনা করেন—ডান হাত বাম হাতের উপর, গাঁটের উপরে রাখা হতো। এটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন।

(তৃতীয় বর্ণনা): উভয় পদ্ধতির মধ্যে যে কোনোটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে। এই মতটি গ্রহণ করেছেন ইবন আবি মূসা এবং আবু আল-বারাকাত ইবন তাইমিয়্যাহ—কারণ উভয়টির পক্ষেই নির্দেশনা এসেছে।

আবু আল-বারাকাত বলেন: এই বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে—উভয় বিষয়ে অবকাশ রয়েছে; কোনো একটিকে অপছন্দনীয় বলা হবে না। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।
(শারহুয-জারকাশী 'আলা মুখতাসার আল-খিরাকি ১:৫৪৩)

[অনেক সময় তারা হুলব এর হাদিস এনে বুকের উপর হাত বাধা কে শক্তিশালী করতে চায় কিন্তু হুলবের হাদিসে বুকের নিচের কথা বলা, বুকের উপরের কোন কথাই আসে নাই এখানে]

প্রধানত এই দুইটা দলিল ই দেওয়া হয়ে থাকে ফিকহের ক্ষেত্রে যখন তারা বুকের উপর হাত বাধা কে সুন্নাহ বা আমলযোগ্য প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু আফসোস যদিও বুকের উপর হাত বাধার হাদিস ইমাম আহমদ বর্ণনা করেনও তিনি সেই আমলকে নিজে পচন্দ করেন নাই বরং তিনি বুকের নিচে ও নাভীর নিচে হাত বাধা কে পচন্দ করতেন ও বুকের উপর হাত বাধা কে মাকরুহ মনে করতেন।
এমন ইমাম পাওয়া যাবে না ১৯শ খৃষ্টাব্দ বা ১৩ শ হিজরীর আগের হাম্বলী মাজহাবের ইমাম যিনি নিজে বুকের উপর হাত বাধছেন। এমনকি নব্য সালাফী ফেরকার শুরুর আলেমরাও এই আমল করে নাই তারা নিজেরাও নাভীর নিচে হাত বাধে আর এই কারণেই সাউদী রাজবংশের মানুষদের দেখা যায় যে তারা নাভীর নিচে হাত বাধে। ডামেস্কের হাম্বলী উলামারা নাভীর নিচে হাত বাধে তবে নব্য সালাফী ওয়াহাবি ফেরকার কতিপয় এমন ও আলেম আছে যারা এই দুই টাইপের দলিল কে সামনে এনে বুকের উপর হাত বাধা কে জায়েজ প্রমাণ করতে চায়।

শুধু যে এই দুইটা দলিল ই আছে ঠিক এমন না, এইরকম আরও দলিল থাকতে পারে, এটা বলে রাখা ভালো শত শত শরাহ আছে মুখতাসার

খিরাকি এর, আর বুকের উপর হাত বাধার কথা যদিও এই শরাহগুলোতে আনা হয়, এগুলো কে সুন্নাহ হিসেবে তোলা হয় না, বরং শুধু বর্ণনা হিসেবেই তোলা হয়।

উপসংহার

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ ﷻ এর কাছে শোকর গোঁজার করছি আমাকে এই কিতাব লেখার মনোবল দেওয়ার জন্যে এবং এই কিতাব লেখার ওসিলায় একাধিক কিতাব পাঠের সক্ষমতা দেওয়ার জন্যে। আমার কাছে এত কিতাব কিনার টাকা নাই, যে যে কিতাবের রেফারেন্স দিয়েছি এগুলো একটা কিতাব ও আমার কাছে মওজুদ নাই বরং আমি অনলাইন কিতাব / পিডিএফ হতে এগুলো দিয়েছি এবং এই কিতাবগুলো আমি সালাফী ওয়েবসাইট হতেই এনেছি। এতে তাদের অবকাশ করার উপায় নাই তারা এটা দাবি করতে পারবে না যে আমি ভুয়া ওয়েবসাইট হতে ভুয়া রেফারেন্স ও দলিল নিয়ে এসেছি এবং ইমামগনের নামে মিথ্যাচার করেছি। এই কিতাব যদি নাভীর নিচে হাত বাধা সংক্রান্ত কোন বাহাসে নেওয়া হয় তাহলে অনায়াসে বাংলার হানাফী মাজহাবের মোনাজিরদের বিজয় নিশ্চিত হবে কারণ এতে দেওয়া আছে ৩০+ দলিল যেগুলোর খন্ডেন তাদের কাছে নাই। এই দলিলগুলোর একটা খন্ডন ও তাদের কাছে নাই বরং এই পুস্তিকা তাদের কফিনে শেষ পেরেকের মতো। যদিও আমি নাভীর নিচে হাত বাধা কে জায়েজ প্রমাণ করা নিয়ে বই লিখেছি কিন্তু যারা বুকের নিচে ও নাভীর উপরে হাত বাধে আমি বা আমার এই বই তাদের বিরুদ্ধে না। তাদের এই কাজটা যুক্তিযুক্ত ও হক। এতে কোন সমস্যা নাই। প্রায় মাজহাবের ইমামগনই এই আমলের পক্ষে আছেন।

উক্ত কিতাবে আমি ইমামগণদের নামের পিচনে দোয়াসূচক বাক্য লেখি নাই শুধু সাহাবা ও রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নামের শেষেই লিখেছে এর কারণ যে এতে করে লেখাগুলো আরও অতিরিক্ত বড় হয়ে যেতো এখানে যেমন আহলে সুন্নাত এর ইমামগন আছেন তেমন ই গোমরাহ নব্য

সালাফী ফেরকার ইমামরাও আছে যারা উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও সৌদি রাজবংশের অনুসারী।
আল্লাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জাময়াত এর ইমামগণ সালাফ ও খালাফরা যাদের এই পুস্তিকায় উল্লেখ ও উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁদের ইলমকে ফলপ্রসূ করুন, তাঁদের আত্মাকে জান্নাতে শান্তি দান করুন এবং তাঁদেরকে চিরস্থায়ী নেয়ামত ও সুখ-শান্তি দান করুন। এবং আমাদের কে সালাফ ও সহিহ আকিদায় চলার পথ সহজ করে দিক, আমিন।